প্রস্তাবনাসমূহ

উৎপাদিত পণ্যের যন্ত্রাংশ আমদানি শুল্ক	০%
পাট স্থাপনে হাইটেক পার্কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমি বরাদ্দ ও ইউটিলিটি সেবা সহায়তা	১০০%
উৎপাদিত পণ্যের যন্ত্রাংশ আমদানি পর্যায়ে এটিভি	০%
খুচরা পর্যায়ে সরবরাহ ও বিক্রির ওপর ভ্যাট ও কর	০%
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আয়কর	০%
উৎপাদক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা	১০ বছর
উৎপাদিত পণ্য রফতানিতে ক্যাশ ইনসেনটিভ	৫%
বিভাগীয় শহরে একটি করে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন	৮টি
ব্যাংক ঋণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ সহায়তা	১০০%
বৈশ্বিক ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ সহায়তা	১০০%

প্রস্তাবনার বিবরণ

০১. ডিজিটাল পণ্য তথা কমপিউটার/ল্যাপটপ/ট্যাব উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় বেশ কয়েকটি মৌলিক যন্ত্রাংশ। এগুলো কোনো দেশ বা কোম্পানি এককভাবে উৎপাদন করে না। আমদানি করে অ্যাসেম্বলের মাধ্যমে নিজস্ব ব্র্যান্ড নামে বাজারে অবমুক্ত করে। ফলে দেশের কমপিউটার হার্ডওয়্যার শিল্প গড়ে তুলতে গেলে এসব যন্ত্রাংশ আদানি পর্যায়ে ধার্যকৃত শুল্কমুক্ত সুবিধা চালু করা দরকার।

০২. ডিজিটাল পণ্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক মানের প্লান্ট স্থাপন করতে হলে প্রয়োজন সুবিধাজনক জমি। তাই আমরা আশা করব, সব ইউটিলি সুবিধা দিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণাধীন হাইটেক পার্কে এজন্য উৎপাদক কোম্পানিগুলোকে পর্যাপ্ত জায়গা বরাদ্দ দেয়া হবে।

০৩. বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি দেশী ব্র্যান্ডের আইটি পণ্যকে ভোক্তা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মূল্য সংবেদনশীলতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। তাই আইটি পণ্য ও সেবা উৎপাদককারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি বিক্রির আগেই উৎপাদিত পণ্যে অ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) দিতে হয়, তবে তা শুধু চ্যালেঞ্জেরই নয়, বিনিয়োজিত পুঁজি ঝুঁকির মুখে পড়ে।

০৪. স্থানীয় বাজারে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার স্বার্থে ভোক্তা পর্যায়ে এসব পণ্যকে সহজলভ্য করে তুলতে হলে দেশে উৎপাদিত পণ্য খুচরা পর্যায়ে সরবরাহ ও বিক্রির ক্ষেত্রে সব ধরনের ট্যাক্স ও ভ্যাটমুক্ত রাখতে হবে।

০৫. দেশী উৎপাদক আইটি কোম্পানিগুলো যেন চাপমুক্ত হয়ে পণ্য বাজারজাতকরণে প্রণোদনা চালাতে পারে এবং দ্রুত বাজার সম্প্রসারণ করতে পারে, সেজন্য এদের অর্জিত আয়কে করমুক্ত রাখার দাবি জানাচ্ছি।

০৬. দেশে ব্যবসায়রত আইটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্তত ১০ বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে সুবিধা চালু করা দরকার।

০৭. একইভাবে এই খাতকে পোশাক শিল্প খাতের মতো সমৃদ্ধ করতে হলে দেশে উৎপাদিত আইটি পণ্যে রফতানির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ক্যাশ ইনসেনটিভ চালু করতে হবে।

০৮. আমাদের দেশে শ্রমিক/কর্মীর প্রাচুর্য থাকলেও প্রযুক্তি-দক্ষ মানবসম্পদ মোটেই সমৃদ্ধ নয়। ডিজিটাল শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এই বাধা অতিক্রমের জন্য কারিগরি ও ব্র্যান্ডিং বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা যেতে পারে।

০৯. আন্তর্জাতিক মানের দেশী ব্র্যান্ডের আইটি পণ্য তৈরি করতে হলে প্রয়োজন হয় বিপুল অর্থায়নের। এজন্য ব্যাংক ঋণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ সহজপ্রাপ্যতায় সরকারের বিশেষ নির্দেশনা আশা করছি। নির্দেশনায় ব্যাংক ঋণ হার সহনীয় পর্যায়ে রাখা ও জটিলতামুক্ত করা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১০. সর্বোপরি দেশের বাজার পেরিয়ে 'বাংলাদেশ' ব্র্যান্ড আইটি পণ্যের বৈশ্বিক বাজার ধরতে সিবিটের মতো আন্তর্জাতিক মেলাগুলোতে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করি।

আমার বিশ্বাস, উল্লিখিত প্রস্তাবনাগুলো বিবেচনায় আনা হলে প্রযুক্তিবিশ্বে 'মেক বাই বাংলাদেশ' বাস্তব রূপ পাবে সহজেই। এর মাধ্যমে আমাদের দেশের সফটওয়্যার ও আইটিইএস উপখাতটি যেমন সমৃদ্ধ হবে, তেমনি বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। একই সাথে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হ্রাস পাবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

ডিজিটাল বিপ্লবের অন্যতম চ্যালেঞ্জ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক শিল্প বিকাশের পথকে সুগম করা। এ জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে শিল্পের সংশ্লেষ ঘটানোটা জরুরি। তারচেয়েও জরুরি আইটি এনাবল সার্ভিসেস বা প্রযুক্তিসেবা দেয়ার যোগ্য নিজস্ব জনবল তৈরির উদ্যোগ। দেশে ব্যবহৃত ডিজিটাল ডিভাইসগুলো ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে পারদর্শী কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো না গেলে ডিজিটাল ঝুঁকি মোকাবেলার পাশাপাশি এই খাতে আমাদের খরচ দিন দিন বাড়বে। তাই সার্টিফিকেট কোর্সের মাধ্যমে প্রযুক্তি-দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে আমাদের সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া দরকার। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে সেখানে শিক্ষার্থী ছাড়াও যেনো অন্যরা কাজের সুযোগ পান, সে বিষয়ে নজর দিতে হবে। এই ল্যাবগুলোকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছেও তাদের পণ্যের মানোন্নয়নের জন্য ভাড়া দেয়া যেতে পারে। তাহলে দেশে উৎপাদিত প্রযুক্তিপণ্যের মূল্য হাতের নাগালে নিয়ে আসার পাশাপাশি এ নিয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্র উন্মুক্ত হবে। এছাড়া নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশী নির্ভরতা কমাতে কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে।

বিভ্রান্তি মোচন ও ব্র্যান্ডিং

প্রযুক্তি খাতে স্বদেশী 'ব্র্যান্ড' নিয়ে আমাদের মধ্যে এক ধরনের উন্নাসিকতা রয়েছে। এই জায়গা থেকে উত্তরণের জন্য সচেতনতা তুলে ধরার পাশাপাশি দেশজ ব্র্যান্ড বিকাশে বিশেষ সুবিধা চালু করা যেতে পারে। আমাদের সবারই মনে রাখা দরকার, বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি ব্র্যান্ডের বেশিরভাগ পণ্যই অ্যাসেম্বেল হয়। ইন্টেলের চিপ, এমএসআই মাদারবোর্ড, ডব্লিউডির হার্ডডিস্ক নিয়েই ডেল, এইচপি, ফুজিৎসুর মতো প্রতিষ্ঠান ল্যাপটপ তৈরি করে থাকে। তাই অ্যাসেম্বেল আর তৈরি নিয়ে বিতর্ক না করাটাই চক্ষুস্মানের কাজ। নিজস্ব ব্র্যান্ড নামই প্রযুক্তি গেজেটের ক্ষেত্রে মুখ্য। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় ভ্যালু অ্যাড করা এবং নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে যতটা সম্ভব কাঁচামালের পুনর্ব্যবহার করার বিষয়ে স্থানীয় উৎপাদকদের মনোযোগী হতে হয়। পাশাপাশি দেশজ আইটি ব্র্যান্ডের আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ, পরীক্ষণ ও সনদ দেয়ার জন্য একটি জাতীয় সংস্থা থাকলে ভোক্তা পর্যায়ে ব্র্যান্ডিং আস্থা বাড়বে।

টেকসই নীতি

উৎপাদনমুখী হতে প্রয়োজনীয় কম্পোনেন্ট আমদানি ও পুনঃউৎপাদন ক্ষেত্রে টেকসই নীতিমালা ও সিড ক্যাপিটেল বা সুদমুক্ত ঋণ ব্যবস্থার প্রচলন করা হলে দেশে প্রযুক্তি শিল্প বিকাশের পথ সুগম হবে। একই সাথে বিদেশী ব্র্যান্ডের ডিজিটাল ডিভাইসের তুলনায় যেনো দেশে উৎপাদিত/অ্যাসেম্বেল করা/ব্র্যান্ডিং করা প্রযুক্তি পণ্য ও সেবা সহজলভ্য হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। এজন্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে প্রয়োজনীয় অন্তরায় দূর করতে হবে। দেশে বিদেশী কোনো ব্র্যান্ড বা তাদের অফিস স্থাপনের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি যৌথ অংশীদারিত্ব ও দেশজ সংস্করণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোতে প্রযুক্তি পরামর্শক বা উপদেষ্টা হিসেবে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ দেয়া হলেও এর শীর্ষ পদগুলোতে বাংলাদেশী (প্রবাসী হলেও ক্ষতি নেই) নিয়োগের ক্ষেত্রে নীতিমালায় বিশেষ প্রণোদনা চালু করা যেতে পারে। প্রযুক্তি ব্যবসায় বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে এই খাতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও নিত্য বাধা দূর করতে অনলাইনমুখী একটি 'ওয়ান স্টপ সলিউশন' ডেস্ক খোলা দরকার। এই ডেস্ক থেকে একজন উৎপাদক ও উদ্যোক্তার কাজটি সহজতর হবে। এতে তাদের প্রকল্প ব্যয় কমবে। আর দেশে উৎপাদিত বা ব্র্যান্ডিং করা পণ্যের বাজার সৃষ্টি তখনই সহজতর হবে, যখন সরকারি ক্রয় নীতিমালায় দেশী প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যাবে। এর মাধ্যমে 'মেইক বাই বাংলাদেশ' প্রতিকল্প বাস্তবায়নের অর্ধেক কাজই সম্পন্ন হয়ে যাবে কজ